12-8-39

রজত-জয়ন্তী

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

নিউ থিয়েটার্সের নূতন বিচিত্র হাস্য-চিত্র

রজত-জয়ন্তী

DIPOK DEY
107/2, RAJA RAMMOHAN SARANI
KOLKATA-700 009
Phone : 2350-0030
-mail : ruana@vsnl.net

দি নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড্

১৭২, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট :: কলিকাতা

—রজত-জয়ন্তী—

কর্ম্মী-সঙ্ঘ :

পরিচালক :	প্রমথেশ বড়ুয়া
সহকারী :	বিভূতি চক্রবর্ত্তী,
	সৌমেন মুখার্জ্জি,
	নীরেন লাহিড়ী।
চিত্র-শিল্পী :	সুধীন মজুমদার
সহকারী :	রবি ধর, জ্ঞান,
	প্রভাকর হালদার।
শব্দ-যন্ত্রী :	লোকেন বসু
সহকারী :	মনি বসু।
সুর-শিল্পী :	রাইচাঁদ বড়াল
ব্যবস্থাপক :	পি, এন, রায়
সহকারী :	জলু বড়াল,
	সৌরেন সেন,
	পুলিন ঘোষ,
	অনাথ মৈত্র,
	মিঃ মোজেজ্।
রসায়না :	সুবোধ গাঙ্গুলী
সম্পাদক :	এইচ, মহলানবিশ
সঙ্গীত-রচয়িতা :	অজয় ভট্টাচার্য্য

—রজত-জয়ন্তী—

চরিত্র ঃ

বগলাচরণ	...	...	শৈলেন চৌধুরী
হরনাথ	....	...	দীনেশরঞ্জন দাশ
রজত	...	...	প্রমথেশ বড়ুয়া
বিশ্বনাথ	...	....	পাহাড়ী সান্ন্যাল
সমীরকান্তি	...	...	ভানু বন্দ্যোঃ
সেক্রেটারী	....	....	বীরেন দাস
গজানন	...	...	পণ্ডিত শোর
নটরাজ	...	...	ইন্দু মুখার্জ্জি
জয়ন্তী	...	....	মেনকা
সুপ্তা দেবী	....	...	মলিনা
ভৃত্য	...	....	সত্য মুখার্জ্জি

রজত-জয়ন্তী

THE NEW THEATRES LIMITED

পরিবেশক ঃ প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ

কলিকাতা

রজত-জয়ন্তী

(কাহিনী)

জমিদার বাড়ীতে আজ হৈ চৈ—একদিকে জমিদার বগলাচরণের কাছে চাঁদার লিষ্ট লইয়া সেক্রেটারী দাঁড়াইয়া, আর একদিকে জমিদারের একমাত্র উত্তরাধিকারী শ্রীমান্ রজতচন্দ্র—বগলাচরণের নিরীহ ভাগিনেয়। তাহার উপর তাহার মাস্‌তুতো ভাই বিশ্বনাথ বাবাজীর দাবী—দশ হাজার! এই টাকা চাই-ই—না হইলে বন্ধু সমীর-কান্তির ফিল্ম ষ্টুডিও খোলা হয় না। রজতচন্দ্রের উপর আদেশই বলুন আর অনুরোধই বলুন—তাহাকে তাহার মামার জমিদারী-তহবিল হইতে দেশের ও দশের উপকারকল্পে এই দশ হাজার টাকা যে কোনো উপায়ে যোগাড় করিয়া দিতেই হইবে!

এদিকে রজত আসিয়াছে তাহার মাতুলের নিকট অন্য ব্যাপারে। বিষয়টা এই—পাশের বাড়ীর অবসরপ্রাপ্ত-ডেপুটী হরনাথের কন্যা—শ্রীমতি জয়ন্তী দেবীকে দেখিয়া পর্য্যন্ত রজতের শান্তি নাই। এখন মামার মত হইলেই শেষ রক্ষা হয়! কিন্তু মাতুল বগলাচরণ সে সব কিছু বুঝিয়াও বুঝিতে চান না! এদিকে মুখচোরা রজতের এমন সাহস নাই যে জয়ন্তীর নিকট ছুটিয়া গিয়া বলে—"আমি তোমায় বিবাহ করিব............ইত্যাদি।"

প্রশ্ন জটিলতর হইয়া উঠিল আর এক ব্যাপারে।

হরনাথ ডেপুটীর সহিত জমিদার বগলাচরণের বিশ বৎসরের বন্ধুত্ব এক প্রচণ্ড ধাক্কা খাইয়া কাঁপিয়া উঠিল। নিজের সীমানা ছাড়াইয়া জমিদারের মালী ডেপুটীর সখের বাগানে গিয়া মাটি খুঁড়িয়াছে—ইহারই মীমাংসা করিবার জন্য জমিদার বগলাচরণ হরনাথ ডেপুটীকে সঙ্গে লইয়া বাগানের সীমানার দিকে যাইতেছিলেন। এমন সময় এক চীৎকার—সঙ্গে সঙ্গে রজতের মোটর আসিয়া পড়িল প্রায় ডেপুটীর ঘাড়ে! বগলা নিজেকে বাঁচাইতে গিয়া তাহাকে সামনে ঠেলিয়া দিলেন এবং নিজেও পড়িয়া গেলেন। উভয়ে যখন খাড়া হইয়া দাঁড়াইলেন, বন্ধুত্ব তখন উপিয়া গিয়াছে! ডেপুটী হরনাথ হাঁকিলেন—

"খুনের চেষ্টা ?" জমিদার বগলাচরণ জবাব দিলেন—কিন্তু যাহা উত্তর দিলেন তাহা আর এখানে বলা চলে না !

উভয়ের বিশ বৎসরের বন্ধুত্বকে আর বাঁচাইয়া রাখা চলিল না। এই ঘটনার পর, রজতের যেটুকু আশা-ভরসা ছিল সবই অতলে তলাইয়া গেল—শুধু বাঁচিয়া রহিল দুইটি তরুণ প্রাণে ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস !

* * *

বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ—ডিস্‌পেপসিয়া অর্থাৎ অজীর্ণরোগ। আমাদের এক সবজান্তা বিশেষজ্ঞের মতে, শতকরা নিরানব্বুই জনই নাকি এই সৌখীন ব্যাধিতে বিপন্ন ! হয়ত ভায়ার হিসাবে ভুল আছে। তবে একথা সত্য যে রজত ও বিশুর মাতুল বগলাচরণ অজীর্ণতা দোষে দুষ্ট ! অজীর্ণ যতটা তাঁকে ব্যথা দেয়, তার চেয়েও বেশী ব্যথা তাঁহার হয়, যখন তাঁহাকে তহবিলের পয়সা খরচ করিয়া সাঁওতাল পরগণার স্বাস্থ্যের 'ডিপো'তে গিয়া স্বস্তির

সন্ধান করিতে হয়। এই শারীরিক ও মানসিক অশান্তির মাঝ খানে একদিন হঠাৎ তিনি আবিষ্কার করিলেন—ব্যাধি-মুক্তির সহজ-লভ্য পথ। প্রফেসার গজাননের "মাভৈঃ" বাণী দিল তাঁহাকে সেই পথের সন্ধান!

তিনি শুনিলেন এবং দেখিলেন যে গজাননের 'স্বাস্থ্য-হোমে' দেশের অনেক গণ্যমাণ্য লোক ভগবানের দেওয়া শরীরের উন্নতিকল্পে সকাল বিকাল উঠ্‌বোস্ করিতেছেন। ভক্তিভরে তাঁহার চোখে জল আসিল! এ যে ভগবান—সাক্ষাৎ ভগবান এই গজানন! তাহা না হইলে এত সস্তায় অম্বল সারায়? মধুপুরের ট্রেণভাড়া—উঃ! ভাবিতেই জমিদার মামার ঘাম ঝরে—পয়সা ত' ঝরেই। অতএব অপব্যয় বাঁচাইয়া জমিদার বগলাচরণ একদা প্রফেসার গজাননের "মাভৈঃ অম্বল-হোমে" গিয়া ঘাম ঝরাইতে সুরু করিলেন!

* * *

রজত ও জয়ন্তীর দীর্ঘনিশ্বাসের তখনও বিরাম নাই। এদিকে

বিশ্বনাথ, বন্ধু সমীরকান্তিকে ফিল্মের ডিরেক্টর করিয়া নিজেও প্রডিউসার সাজিয়া যে ভবিষ্যতের সুসার করিয়া লইবে—তাহারও কোন আশা দেখা যায় না। মাতুলের মন ভিজাইতে না পারিলে অর্থপ্রাপ্তির কোন আশাই নাই।

আত্মসম্মান ও সম্ভ্রমহানির ভয়ে বগলাচরণ কখনও ডেপুটী হরনাথের কাছে গিয়া মিটমাট করিবেন না! বিশ্বনাথ ও রজতের বেদনা তাহাদের মনের কোণেই অশ্রুপাত করিতে থাকিল। মাতুলের অন্তরে তাহা কোন ক্রমেই স্পর্শ করিল না।

বিশ্বনাথ ছুটিল শহরে—সমীরের সঙ্গে পরামর্শ করিতে হইবে। রজত ছুটিল জয়ন্তীর সঙ্গে পরামর্শ করিতে, কিন্তু পূর্ব্বের বাধা আসিয়া এবারেও রজতকে নির্ব্বাক করিয়া রাখিল। দুনিয়ায় মুখচোরা লোকের দুঃখ পদে পদে। বেচারী রজত!

এদিকে রজতের হইয়া বিশু যখন জয়ন্তীর কাছে বিবাহের ওকালতী করিতে আসিল তখন জয়ন্তী তাহাকে বলিয়া দিল যে

রজতের নিজের কথা নিজেই ভাবিবার ক্ষমতা যখন আসিবে তখন যেন রজত তাহার কাছে আসে। শুধু বিদায় লইবার আগে বিশু এটা দেখিল না যে, জয়ন্তীর চোখের কোণে অভিমানের অশ্রু জমিয়া উঠিয়াছে।

* * *

বর্ম্মা হইতে এক লক্ষপতি জমিদার আসিয়াছেন—রায় শ্রীনটরাজ সামন্ত। সঙ্গে তাঁহার একমাত্র কন্যা বিদুষী শ্রীমতী সুপ্তা দেবী। শহরটি তাঁহাদের লইয়াই মাতিয়া আছে। ফিল্ম কোম্পানীকে টাকা দিবার মত এমন সুযোগ্য মুরুব্বি আর দ্বিতীয় নাই। তাই বিশু এবং সমীর তাঁহাদের দ্বারস্থ হইল। সামন্ত মহারাজ আপনভোলা সদাশিব লোক—তাঁহার কন্যা শ্রীমতী সুপ্তাই বৈষয়িক ব্যাপারে পিতাকে পরিচালিত করেন। সুপ্তা দেবী শুনিলেন যে বিশ্বনাথের মামা এক বিখ্যাত জমিদার। আরও শুনিলেন যে, জমিদারীর একমাত্র উত্তরাধিকারী বিশুর ভায়া—উদাসীন, শ্রীমান রজতচন্দ্র। ইহা ছাড়াও হয়ত' আরো অনেক কিছু শুনিলেন। বিশ্বনাথের বক্তৃতা

স্রোতে ইহাও অজানা রহিল না যে জমিদার বগলাচরণ এই ফিল্ম কোম্পানীর একজন বিশেষ উদ্যোক্তা। বিশুর উৎসাহ যখন চরমে পৌঁছিল, তখন সে মামার বিনা সম্মতিতে শ্রীনটরাজ ও তাঁহার কন্যাকে জমিদার-গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া বসিল!

মামা ত রাগিয়াই অস্থির। বড়লোক অতিথি—অর্থাৎ পয়সার শ্রাদ্ধ! তাহার উপর ফিল্ম-কোম্পানী সম্বন্ধে বিশুর মান রাখিতে গিয়া মিথ্যাকথা বলিতে হইবে—অসম্ভব!

কিন্তু লক্ষপতি নটরাজকে হাতে রাখিলে যে অনেক সুবিধা,—এই যেমন গ্রামের ড্রামাটিক ক্লাব, গার্লস স্কুল, নদীর ধারের রাস্তাটা মেরামত করা, বাজারের রাস্তাটা পাকা করা—এই সব জনহিতকর কার্য্যের জন্য বিলক্ষণ কিছু চাঁদা প্রাপ্তির আশা আছে! একে ক্রোড়পতি—তাহার উপরে শহরে শুনিয়া আসিয়াছে যে রায় শ্রীনটরাজ নাকি সাক্ষাৎ দাতাকর্ণ! জমিদার বগলাচরণ ভাবিতে বসিলেন।

শুভদিনে রায় শ্রীনটরাজ সকন্যা গ্রামে আসিলেন। আসিয়াই শুনাইলেন যে মেয়ের জন্যে হাতখরচা মাসে মাত্র একলাখ টাকা দেন। তাহাতেও নাকি স্বপ্না দেবীর সুনিদ্রা হয় না!

বগলাচরণ পয়সা চেনেন। তিনি একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

রাত্রে একান্তে নটরাজ কন্যাকে কহিলেন—"একি হইল, শেষে জাল জমিদার সাজিয়া জেলে না যাইতে হয়! স্বপ্না হাসিয়া বলে,—"আমার উপর নির্ভর কর; কাজ হাসিল করিবার কৌশল আমার অজানা নয়।"

জমিদার মাতুলকে স্বপ্না দেশহিতকর কার্য্যে সত্তর হাজার টাকার এক চেক দিল, আর দিল সঙ্গে সঙ্গে এক অপূর্ব্ব পরামর্শ:

বগলার স্বর্গগতা পত্নী, রজতের ভাবী স্ত্রীর জন্য যে সব গহনা রাখিয়া গিয়াছেন—সে সব ইন্‌সিওর করা ছিল। স্বপ্নার পুরাতন অলঙ্কারের সখ। বগলাচরণ যদি সেগুলি নিজে চুরি করেন তাহা হইলে বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে মোটা টাকা পাওয়া যায় আর অন্যদিকে

নটরাজকে যদি সেইগুলি বিক্রয় করেন তাহা হইলে আবার আসল দামটিও পাওয়া যায়! দ্বিগুণ লাভ—চেক বইত সঙ্গেই আছে। মামা প্রথমে শিহরিয়া উঠিলেন—পরে পুলকিত হইলেন। এই পুলক আর শিহরণ তাঁহাকে একেবারে তুলিয়া দিল সপ্তম স্বর্গে।

মামা উঠিলেন মইয়ের উপর। উঠিয়া পড়িলেন নিজের বাড়ীর দোতলার সিন্দুকঘরের জানালার কার্ণিসের আলিসার উপর। বাহির হইতে চোর জানালা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া চুরি করিবে। পুলিশ ও বীমা কোম্পানীর লোক নির্ব্বোধ নহে, সুতরাং আইনের চোখে ফাঁকী থাকিলে চলিবে না। কিন্তু অগ্রপশ্চাতের এত ভাবনার মধ্যে শুধু এই ভাবনাটা আইনে নাই যে— আরব্ধ-কর্ম্ম ও কার্য্য-সফলতার মাঝখানে মইটাই হঠাৎ বাধা জন্মাইতে পারে। হইলও তাই—ফলে মামা কার্ণিশে ঝুলিতে লাগিলেন!

রজত, বিশু, সমীর—এই তিনটি নবীন প্রাণ সকালে উঠিয়াই মাতুলের অবস্থা দেখিয়া প্রচণ্ড ধাক্কা খাইল। হায়, হায়, মামা যে ঝুলিতেছেন—তাহাদের সাধের মামার এ হইল কি? মাভৈঃ অম্বল-হোমের উঠ্‌বোস্, তাহার উপর ভোরবেলায় কার্ণিসের উপর মামার

এই কাণ্ড! নাঃ—তিনটি নবীন মস্তিষ্ক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে মামা বুঝি বদ্ধ পাগল হইয়া গেলেন! রজত আবার ইহারই মধ্যে ভাবিয়া লইল যে, মামার সঙ্গে হরনাথের ঝগড়া মিটাইয়া জয়ন্তীর সহিত বিবাহের কথাটা পাকাপাকি করা—স্বপ্ন—সুদূর পরাহত!

রজত ও বিশু মাসতুতো ভাই হইলেও তাহারা চোর নহে।

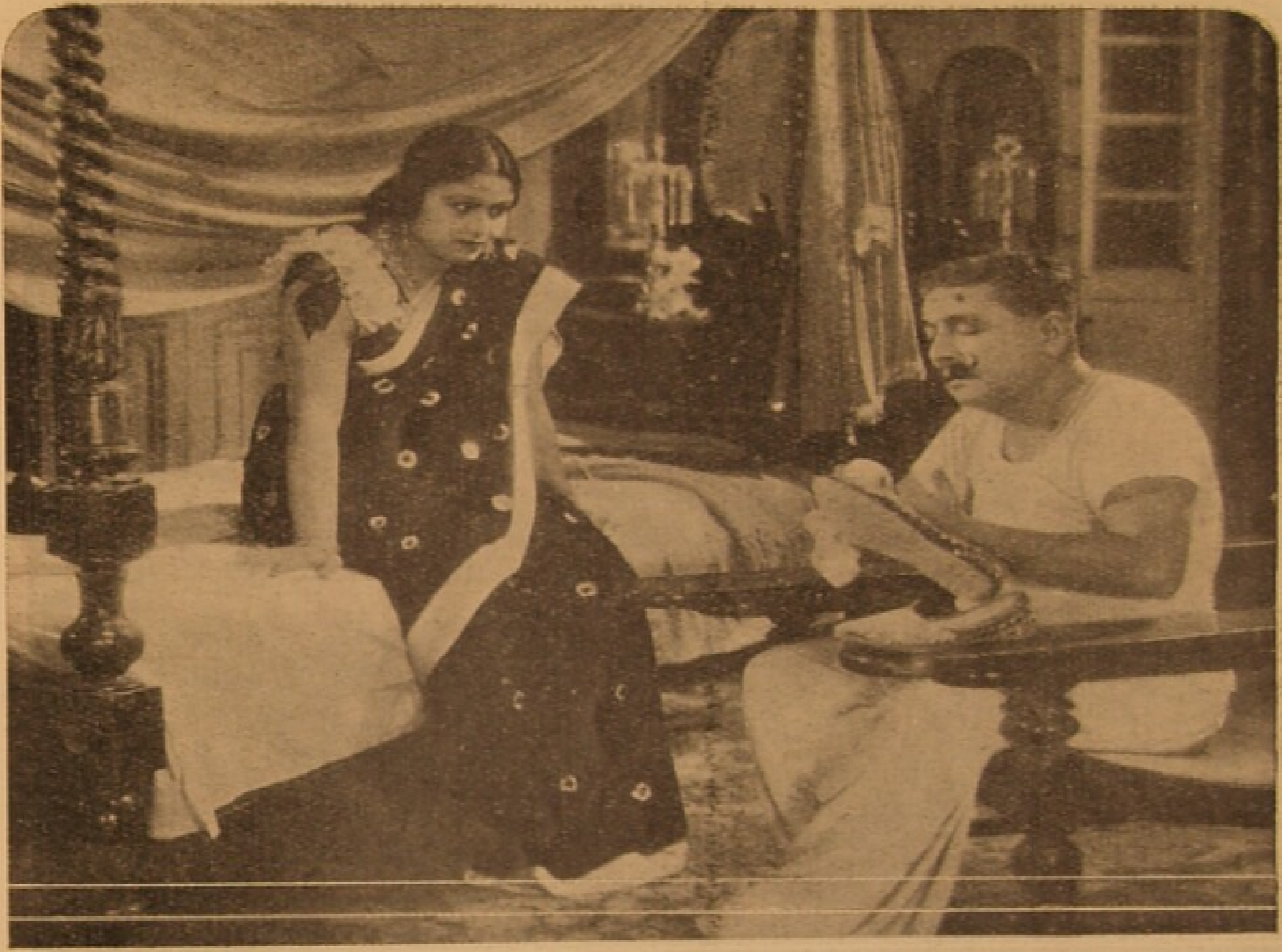

সেই জন্য ইহাদের সঙ্কল্প সঙ্কল্পই রহিয়া গেল। কিন্তু নটরাজ আর গজাননের অন্য কথা। মামা যখন পুনরায় মই চড়িতে নারাজ তখন নটবাজ গজাননকে ধরিয়া কার্য্য উদ্ধারের ব্যবস্থা করিয়া লইল।

* * *

নটরাজ আর রঘুয়া (ওরফে গজানন)—বিশিষ্ট বন্ধু। একই সময় ইঁহারা নাকি সরকারের অতিথি হিসাবে ছয় মাস কাল একই আবাসে কাটাইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু জমিদার বগলাচরণ জানিলেন যে বর্ম্মার বিশিষ্ট জমিদার নটরাজ ও "মাভৈঃ অম্বল-হোম্-এর" প্রফেসার গজানন—কলেজের সহপাঠি। সহসা মাতুলের হৃদয় গজাননের এই পরোপকার প্রবৃত্তির জন্য ভক্তিভরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আনন্দের আধিক্যে তিনি বিশুকে দশহাজার টাকা দিয়া

তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন! অবশেষে নির্ব্বিবাদে চুরিও হইয়া গেল।

কিন্তু রজত আর জয়ন্তী—কে তাহাদের খবর রাখে! তাহা ছাড়া আর এক চুরি লইয়া আর একজন ব্যস্ত। চুরি করিবেন শ্রীমতী সুপ্তা দেবী, আর চুরি হইবে রজতের মনপ্রাণ! নৃত্যগীত লীলা-পটিয়সী আধুনিকা সুপ্তা দেবী, যেন সহসা রজতের কাছে 'জাগ্রতা' হইয়া পড়িলেন। বেচারী রজত—সুপ্তার কাছে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া যে জয়ন্তীর কাছে যাইবে, তাহারই বা অবসর কোথায়! সুপ্তা যেন সব সময়েই তাহাকে গ্রাস করিয়া আছে; অথচ রজতের মুখ ফুটিয়া বলিবার সাহস নাই—"সুপ্তা দেবী, আমায় রেহাই দাও।" জয়ন্তীর

কানেও অনেক কথা গেল ; বেচারী ভুল বুঝিল। নারীর চোখের জল নিরবেই ঝরিয়া পড়িল।

*   *   *

পুলিশ তদন্তে দাঁড়াইল যে চুরি হইয়াছে ঠিকই, তবে কে এই কার্য্য করিয়াছে তাহা বলা কঠিন। এক মাত্র আশার কথা, যে চোর—জানালার কাঁচে তাহার হাত কাটিয়াছে। বগলাচরণ ও নটরাজ কাঁপিতেছেন ; বুঝি বা শেষে তদন্তের ফলে গজাননের হাতকাটা ধরা পড়ে। রজত সব শুনিয়া সুপ্তার কাছে গেল পরামর্শের জন্য, কারণ মামা আর নটরাজ চুরির কথায় কানই দিতে চান না। সুপ্তা ঈষৎ ভাবিল, ঈষৎ হাসিল, এবং বলিল—"চল তোমাকে চোর ধরাইয়া দিব।"

'মাভৈঃ অম্বল হোম'। সেখানে প্রফেসার গজাননের তখন মাভৈঃ মাভৈঃ অবস্থা ! সুপ্তা আর রজত আসিয়া হাজির। সোজা ঘরের ভিতরে গিয়া রজত হাত দেখিতে চাহিল। গজানন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল আর সুপ্তা বাহির হইতে লাগাইল খিল। রজত হইল বন্দী।

*   *   *

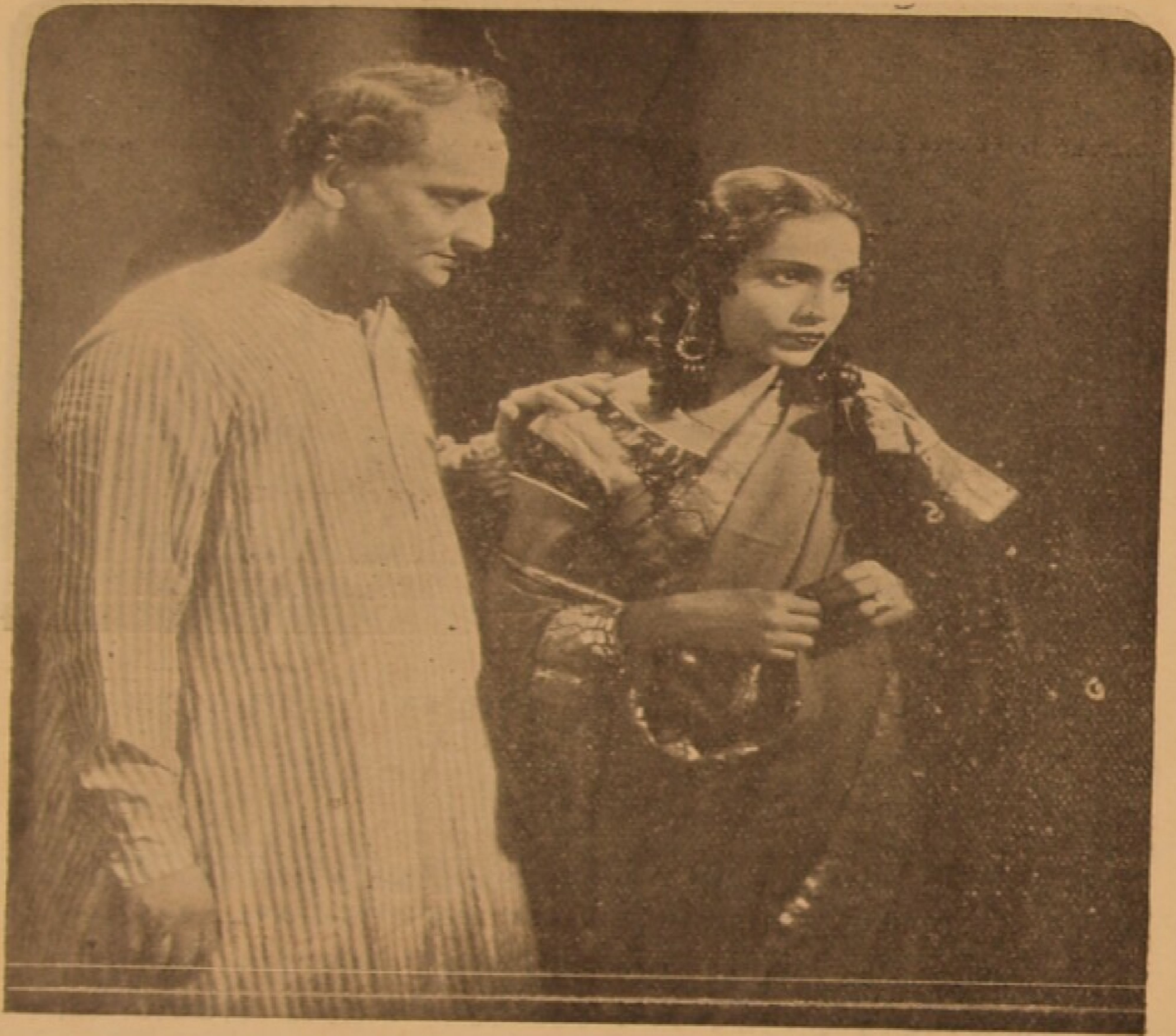

পুকুরে বগলাচরণ মাছ ধরিতেছেন। তাঁহার মুখে হাসি আর ধরেনা।

রায়শ্রী নটরাজ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া খবর দিল যে গয়না নাই! চুরির পর সেগুলিকে সরাইয়া যেখানে রাখিবার কথা ছিল সেখান শূণ্য। এত কষ্টের পর—হায়রে!

বগলা তাহাকে থামাইয়া বলে—"আমি সরাইয়া রাখিয়াছি—সে পার্শ্বেল হয়ত বা এতক্ষণ শহরে পঁহুছিয়াছে; আমি যাইয়া নিজে লইয়া আসিব।"

নটরাজ বলে—"সে কি!"

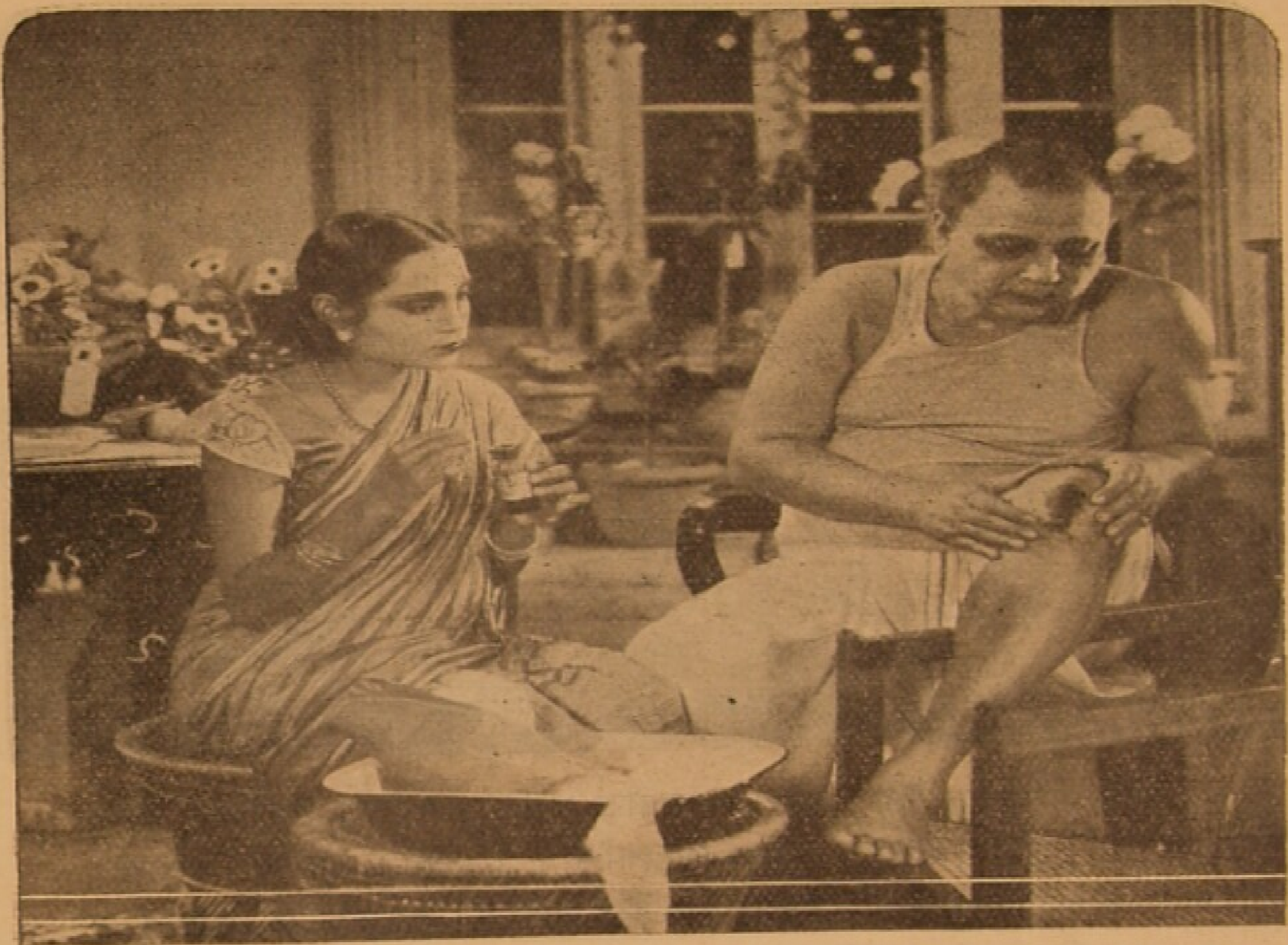

আর সেকি! বগলাচরণ সেক্রেটারীকে দিয়া নটরাজের ব্যাঙ্ক ইত্যাদি হইতে তাঁহার সঠিক পরিচয় লইয়া আসিয়াছেন। নটরাজের মুখোস খসিয়া পড়িয়াছে! চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "পার্শ্বেলের রসিদটা কোথায় রে?

চাকর কহিল—"ছোট বাবুর কাছে"। অর্থাৎ রজতের কাছে।

নটরাজ পলাইল—'মাভৈঃ মাভৈঃ' জপিতে জপিতে সে গজাননের উদ্দেশ্যে ছুটিল। সুপ্তা, গজানন, নটরাজ, তিনজনে বসাইল গোল বৈঠক। বন্দী রজতের পকেট হইতে পার্শ্বেলের রসিদটা উদ্ধার করিতে হইবে। স্থির হইল চায়ের সহিত অষুধের গুঁড়া মিশাইয়া রজতকে ঘুম পাড়াইয়া কার্য্য সিদ্ধি করিতে হইবে।

নির্ব্বোধ চাকর—চায়ের কাপ ভাঙ্গিয়া অন্য এক পেয়ালায় চা প্রস্তুত করিয়া হাজির করিল। রজত স্বচ্ছন্দে সেই চা পান করিল।

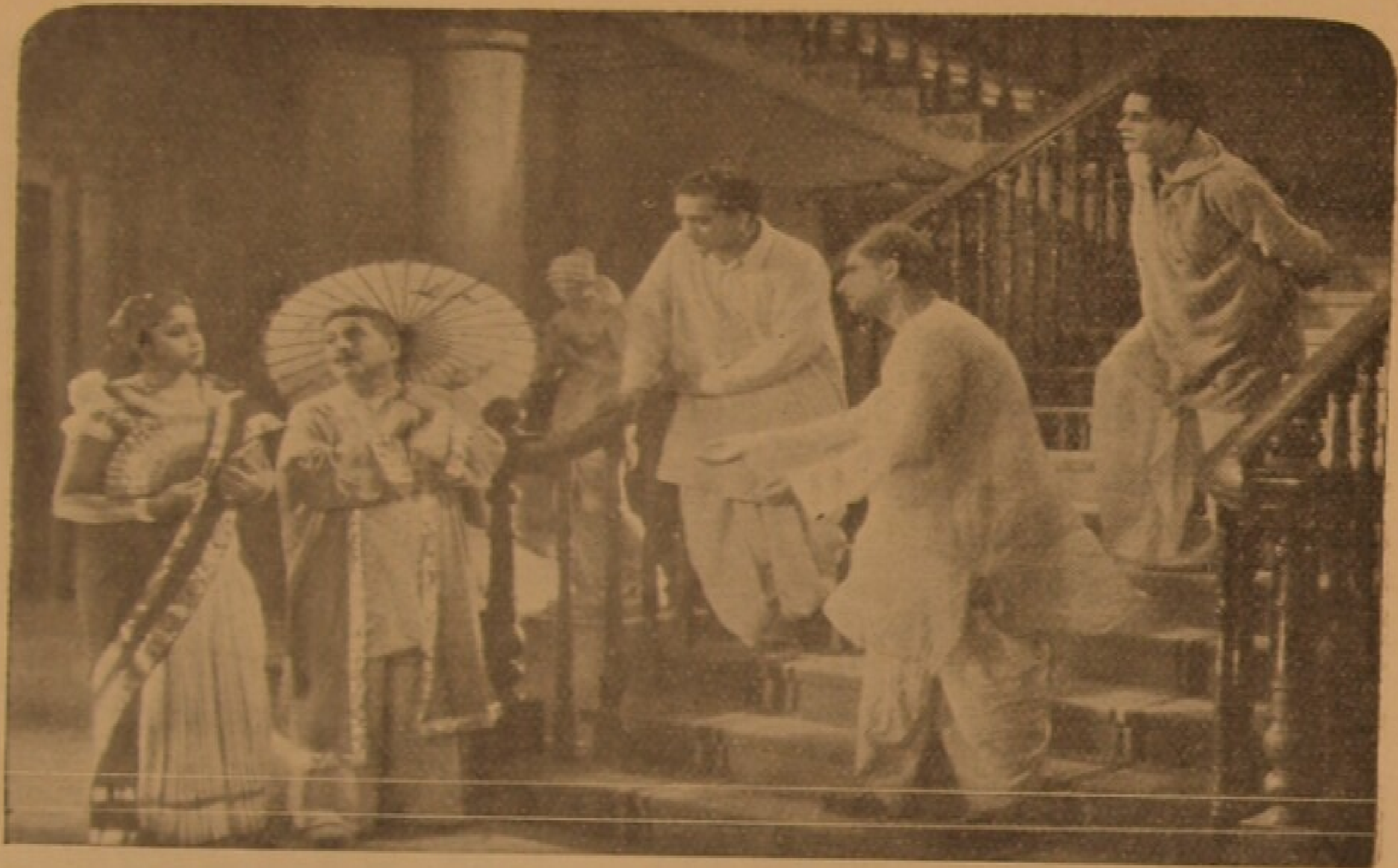

নীচের ঘরে গোল বৈঠকে সিদ্ধান্ত হইল—এতক্ষণ নিশ্চিত রজত অজ্ঞান। সবাই উপরে উঠিয়া বন্দীশালায় হাজির। দরজা খুলিবার আগেই লঙ্কাভাগ সুরু হইল—কে কত লইবে! রজত ত' অবাক্—চুপচাপ নিদ্রার ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলিল আর সঙ্গে সঙ্গে রজতচন্দ্র একেবারে সশব্দে বাহিরে আসিয়াই করিল ঘরের অর্গল বন্ধ। তিন জুয়াচোর হইল বন্দী। রজত শাশাইল—জেল! পুলিশ! বুদ্ধিমতী সুপ্তা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল যে তাহাতে কাহারও কোন সুবিধা হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে জমিদার বগলাচরণকেও জেলে যাইতে হইবে। কাজেই কাহারও শ্রীঘর বাস ঘটিয়া উঠিল না।

বাড়ী ফিরিয়া রজত এবার মাতুলকে নিজের মুঠার মধ্যে পাইল। রজত বলিল যে হরনাথবাবুর সঙ্গে মিটমাট না করিলে তাহার জয়ন্তীর সঙ্গে বিবাহ হয় না। অতএব সেই বিশ বৎসরের বন্ধুত্ব বগলাচরণকে আবার জোড়া লাগাইয়া ফিরাইয়া আনিতে হইল!

তারপর?.......

ইহাও কী আবার বলিতে হইবে?

—এক—

অম্বল-হোমে চলো সবে
থাক্‌বে না আর কোন ব্যারাম।
উঠ্‌বে বস্‌বে করবে যে ডন্
পিত্ত-শূলে পাবে আরাম।

যমের শত্রু সে প্রফেসার
শ্রীগজানন নাম যে তাহার
সুলভে সে রোগ সারাবে
চেঞ্জে যাবার কে নিবে নাম ?
থাকবে না আর কোনো ব্যারাম !

—দুই—

ঘাম ঝর-ঝর
প্রায় মর-মর
উঠিয়া বসে মামা বসিয়া উঠে গো !

মামার কি হোলো গো···
আমার মামার কি হোলো গো
গজানন-বেশে ভগবান এসে
কি করিল ?

—তিন—

কত যে গান জাগে মনে
হয় না গাওয়া একতারাতে,
আমি যে তাই ভালবাসি
তোমার কাছে সুর হারাতে ;
যে ফুল আমি ফুটিয়ে তুলি
এনে দিতে যাই যে ভুলি
বরণ ক'রে নিতে তোমায়
বিদায় করি মিলন-রাতে।

ভালো আমার নীরবতা
জ্বলুক্ মনে সকল কথা
নীরব নিশার বাণী যেমন
জ্বলে একা শুকতারাতে।

—চার—

এবার তরীতে ঠাঁই হলো যে মোর
তোমার পাশে
জীবন আমার মরণ-পানে
যদিই ভাসে
কিবা ক্ষতি কিবা সে ভয়
ছিলেম আমি তারি আশে !

এই আমি আজ কোন হরষে
নূতন হবো কোন পরশে
চিন্‌বে কি গো সেই 'আমি'রে
ফুলের মাসে ?

—পাঁচ—

তুমি কি দখিন হাওয়া পাখীর গাওয়া
আমার বিজন মরু-তলে ?
তুমি কি আধেক স্বপন আধেক আপন
লুকাও, ধরা দিবে' ব'লে ?
চাঁদে অই তোমার হাসি
মেঘে অই তোমার বাঁশি
তুমি কি ছিলে হিয়ায় গোপন মায়ায়
আপন হতে বাহির হ'লে !

—ছয়—

অনেক পথের শেষে এবার
শেষের পথে এলে কি ?
বাইরে যারে খুঁজে সারা
ঘরেই তারে পেলে কি ?
সময় হ'লেই ফোটে কমল
নইলে সে দল মেলে কি ?

নিউ থিয়েটার্সের আগামী চিত্র

জীবন-মরণ

পরিচালক—নীতীন বসু

শব্দযন্ত্রী—মুকুল বসু   সুরশিল্পী—পঙ্কজ মল্লিক

ইহাতে অভিনয় করিতেছেন :—লীলা দেশাই, সায়গাল, ভানু ব্যানার্জ্জি, ইন্দু মুখার্জ্জি, অমর মল্লিক, নিভাননী, মনোরমা এবং আরও অনেকে।

রজত-জয়ন্তী

THE NEW THEATRES LIMITED

নিউ থিয়েটার্স হইতে শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও
ও প্রকাশিত। ১৭২, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কালিকা প্রেস লিঃ,
হইতে শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।